ভোরের কাগজ

04 JAN 2006
কলাম ৩

৯ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বুয়েটের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া একজন পিএইচডি ডিগ্রিধারী ছাত্রছাত্রীকে সনদপত্র প্রদান করেন —ভোরের কাগজ

বুয়েটের সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষা গবেষণা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সবার ওপরে ঠাঁই দিতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : বর্ণালি উচ্ছ্বাস, ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ৯ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এ উপলক্ষে গতকাল বুয়েট ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল একঝাঁক সম্ভাবনাময় তরুণ মেধাবীর পদচারণায়। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ ছড়িয়ে দিয়েছিল আলোর দ্যুতি।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও বুয়েটের চ্যান্সেলর খালেদা জিয়া বলেছেন, আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে শিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সব কিছুর ওপরে ঠাঁই দিতে হবে। ডিগ্রি অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কর্মজীবনে প্রবেশ করে দেশ ও দেশবাসীর প্রতি অঙ্গীকারের কথা ভুলে গেলে চলবে না। বাংলাদেশের মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদে তোমরা নামমাত্র খরচে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছো। কর্মজীবনে প্রবেশ করে দেশবাসীর সে ঋণ কিছুটা হলেও তোমাদের শোধ করতে হবে।

● এরপর- পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

শিক্ষা গবেষণা বিজ্ঞান ও

● শেষের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। এই দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সামনে রেখে তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, শিল্পোন্নত আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে যেমন দক্ষ প্রকৌশলী প্রয়োজন তেমনি প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের একই সঙ্গে দক্ষ প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক হতে হবে। বুয়েটের চ্যান্সেলরকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কেও প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা এই উভয়ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ডিগ্রি প্রদান করার অনুরোধ করেন।

খালেদা জিয়া বলেন, বুয়েটে সুপ্ত মেধা এবং সম্ভাবনা বিকাশের জন্য দরকার প্রশাসনিক শিক্ষা ও গবেষণা কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন। তাহলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নিজস্ব উদ্যোগেই বুয়েট নতুন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবে। তিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ও যৌথ উদ্যোগে ল্যাবরেটরি ও গবেষণা সেন্টার স্থাপন এবং নতুন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গড়ে তুলতে বুয়েটকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রধানমন্ত্রী বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা নিয়ে বুয়েট কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনাদের পরিকল্পনা আমরা দ্রুত বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছি।

বুয়েট চ্যান্সেলর ডিগ্রি অর্জনকারীদের অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞানকে জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। তিনি গ্র্যাজুয়েটদের মনপ্রাণ ঢেলে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি তাদেরকে একটি সুন্দর বর্তমান ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার রূপকার হওয়ারও আহ্বান জানান।

বুয়েটের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন এবং বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আলী মুর্তাজা।

সমাবর্তনে বক্তৃতা প্রদান করেন সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী। তিনি তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, একজন প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ বা স্থপতিকে শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার দিকে তাকালে চলবে না। তিনি তাদের প্রতি জাতির উন্নতির জন্য নিজের পেশা ছাড়াও নিয়মিত গবেষণা কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ডিগ্রি অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের জাতির জন্য কিছু একটা করার আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক সমাবর্তনে ডিগ্রি প্রাপ্তদের দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিয়োজিত হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গত, এ বছর সমাবর্তনে ৩ জন পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারীসহ মোট ৯১২ জনকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদপত্র প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারী কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র (শিক্ষাবর্ষ ২০০২-০৩) আবদুল্লাহ আল মুজাহিদকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া স্বর্ণপদক এবং ডিগ্রি প্রদান করেন। তবে অপর কৃতী ছাত্রী ফাহমিদা ফেরদৌসকে ড. রশীদ স্বর্ণপদক দেওয়ার কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে শেষ সময়ে এসে তাকে স্বর্ণপদক প্রদানের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।